স্টুটগার্টের জয়

জার্মান বুন্দেশলিগার ম্যাচে ঘরের মাঠে এফসি কোলনকে ২-১ গোলে হারাল স্টুটগার্ট।

মাঠে - ময়দানে

মেলবোর্নের জয়

অস্ট্রেলিয়ান এ লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে মেলবোর্ন ভিকট্রিকে ২-১ গোলে হারাল মেলবোর্ন সিটি।

ভারত-পাক লড়াইয়ের আবহে উত্তেজিত বিশ্বের হকি মহল

ভারতীয় গোলরক্ষক বিকাশ দাহিয়া তৈরি হচ্ছেন পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

ঢাকা, ১৪ অক্টোবর: বিশ্ব হকিতে সুপার সানডে। কারণ এশিয়া কাপ হকির গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান।

কয়েকমাস আগেই লন্ডনে হকি ওয়ার্ল্ড লিগের সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলাতে মুখোমুখি হয়েছিল বিশ্ব হকির দুই পাওয়ার হাউস। সেখানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হেলায় হারায় ভারতীয় হকি তারকারা। সেই ম্যাচে ৭-১ ব্যবধানে জয় পায় ভারত। তার আগে এশিয়ান চ্যালেঞ্জ কাপে ভারতের কাছে ৬-১ ব্যবধানে হারে পাকিস্তান। কিন্তু এই ইতিহাস ভুলে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছেন পাক দলের অধিনায়ক মহম্মদ ইরফান। তাঁর কথায়, 'লন্ডনে কি হয়েছে সেটা একেবারেই আলাদা বিষয়। আমি জানি ভারতের বিরুদ্ধে শেষ দুটি ম্যাচে আমরা ভেঙ্গভাবে হেরেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আলাদা। আমাদের দলে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কামব্যাক করেছে। যা দলের শক্তি বাড়িয়েছে। পাশাপাশি আমাদের টিম ম্যানেজমেন্টেও একাধিক বদল হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে ভাল মানের হকি খেলার বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী।'

ভারতের বিরুদ্ধে পুল 'বি'র এই ম্যাচে নামার আগে বেশ চাপে রয়েছে পাকিস্তান। লিগের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ৭-১ গোলে হারালেও পরের ম্যাচে জাপানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে তারা। ফলে ভারতকে হারাতেই হবে তাদের। শেষ ম্যাচে যদি জাপান বাংলাদেশকে বড় ব্যবধানে হারায় আর পাকিস্তান ভারতের কাছে হারে তবে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিতে হবে ইরফানদের। বিষয়টি নিয়ে ওয়াকিবহাল পাক অধিনায়ক জানিয়েছেন, 'এটা আমাদের জন্য ডু অর ডাই পরিস্থিতি। আমরা জানি এই ম্যাচে হারলে জাপান বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের উপর আমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করবে। আর জাপান বড় ব্যবধানে জিতলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব।' তুলনায় শক্তিহীন জাপানের সঙ্গে ড্র করে বেশ চাপে পড়েছে দল। আর এই ড্র থেকেই শিক্ষা নিচ্ছে পাকিস্তান। ইরফান জানিয়েছেন, 'আমরা জাপান ম্যাচের ভিডিও খতিয়ে দেখেছি। ওই ম্যাচে আমরা বেশ কিছু সহজ সুযোগ নষ্ট করেছি। ভারতের বিরুদ্ধে সেই ভুল আমরা করতে রাজি নই। ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তবে আমরাও নিজেদের স্কিলের উপর ভরসা রাখছি।'

অন্যদিকে ভারতীয় দলের প্রধান লক্ষ্য গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে যাওয়া। প্রথম ম্যাচে জাপানকে ৫-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। দুই ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্ট পেয়ে ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে চলে গেছে ভারত। দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং জানিয়েছেন, 'ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে সমর্থকরা সব সময় উত্তেজিত থাকে। তবে আমাদের কাছে আর পাঁচটা ম্যাচের মতো। এই ম্যাচেও নিজেদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী খেলব আমরা। পাকিস্তানে বিরুদ্ধে ভাল শুরু করাটাই লক্ষ্য আমাদের।' চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে শুরুতে গোল না খাওয়াকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন ২৫ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে মিশ্র পরিস্থিতি ভারতীয় শিবিরে। দু'ম্যাচে ১২ গোল করে নিজেদের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের ফরোয়ার্ডরা। যা স্বস্তি দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। একই সময়ে খেলোয়াড়দের পেনাল্টি কর্ণার কাজে লাগাতে না পারা চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কে। প্রথম ম্যাচে ৭টা পেনাল্টি কর্ণার পেলেও একটাও কাজে লাগাতে পারেননি মনপ্রীতরা। বাংলাদেশ ম্যাচে একজন সুযোগ পেয়ে মাত্র দুটি গোল করেছে ভারত। পাকিস্তানের মতো শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামার আগে বিষয়টি নিয়ে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে নারাজ ভারত অধিনায়ক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মনপ্রীত বলেন, 'আমার মনে হয় না, যে দল ক্রিকওয়ে পেনাল্টি কর্ণার নিতে পারছে না। এটা সত্যি আমরা বেশকিছু সুযোগ নষ্ট করেছি। কিন্তু এটাও সত্যি যে বিপক্ষের ডিফেন্স পেনাল্টি কর্ণারের সময় দারুণ কাজ করেছে।'

ফাইনালে লড়াই কাস্টমসের বিরুদ্ধে

সিকিমে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি-খরা কাটাতে চাইছে মোহনবাগান

সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের অনুশীলন

গ্যাংটক, ১৪ অক্টোবর: কলকাতা লিগ খেতাব হাতছাড়া হলেও মোহনবাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর পাখির চোখ এখন সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপ। প্রথম ম্যাচে টিবেটিয়ান এন সি'র বিরুদ্ধে কোনওরকমে জয় পেলেও সেমিফাইনালে সবুজ-মেরুন শিবির সহজেই ৫-০ গোলে হারায় ওএনজিসিকে। আর ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামার আগে বড় ব্যবধানে জয় পাওয়ায় মোহনবাগান শিবির বেশ আত্মবিশ্বাসী। আর এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফাইনালে মাঠে নেমে ট্রফি জয়ই লক্ষ্য মোহনবাগানের। আই লিগের আগে গভর্নর্স গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে সবুজ-মেরুন শিবির। বাগান কোচ ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ডিপান্ডা ডিকা, আনসুমানা ক্রোমা, নরহরি শ্রেষ্ঠার দিকে তাকিয়ে। সেমিফাইনালে বড় ব্যবধানে জয় পাওয়া প্রসঙ্গে মোহনবাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী বলেন, ওএনজিসি'র বিরুদ্ধে জয় হল দলগত পারফরম্যান্সের জয়। এই ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখতে পারলে ফাইনালে জয় পাওয়া নিয়ে চিন্তা করছি না। আসলে কলকাতা লিগ খেতাব হাতছাড়া হওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য গভর্নর্স গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। গভর্নর্স গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে আই লিগের আগে দলের ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে যাবে। কাপ জয়ের ব্যাপারে বাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর আত্মবিশ্বাস হয়ে ওঠার পিছনে কারণটা হল ক্রোমা এবং ডিপান্ডা ডিকার গোলের মধ্যে থাকা। প্রথম দুটি ম্যাচে তিন গোল করে আপাতত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ক্রোমা। আর গত আই লিগে এবং এবার কলকাতা লিগে গোলের সুনামি বইয়ে দেওয়া ডিপান্ডা ডিকা সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে ওএনজিসি'র বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে শঙ্করলালের ভরসা জুগিয়েছেন। তাই গভর্নর্স গোল্ড কাপের ফাইনালে খেলতে নামার আগে বাগান কোচের গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর। বাগান কোচ বলেন, প্রথম ম্যাচে মাঠের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে অর্থাৎ সেমিফাইনালে ওএনজিসি'র বিরুদ্ধে দল যা খেলেছে তা ধরে রাখতে পারলে ট্রফি জয় করতে অসুবিধা হবে না। গভর্নর্স গোল্ড কাপে খেলেই আই লিগের প্রস্তুতিটা ভালও ভাবে সেরে নেওয়াই ছিল লক্ষ্য। সেদিক থেকে বলতে পারি আমাদের উদ্দেশ্য সফল। এছাড়া গভর্নর্স গোল্ড কাপে ডিপান্ডা, দিয়েগো, রানা ঘরামি, শেখ ফৈয়াজকে দেখে নিলাম। দলের সঙ্গে ওরা দ্রুত মানিয়ে নেওয়ায় আমি খুশি। এদিকে পাঠচক্রকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল কলকাতা কাস্টমস।

পিএসজি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইতালি পুলিশ

রোম, ১৪ অক্টোবর: কয়েকদিন আগেই ফুটবলার কেনা বেচা নিয়ে তদন্তকারীদের তোপের মুখে পড়েছিলেন প্যারিস সাঁ জাঁ'র চেয়ারম্যান নাসের আল খালেফি। এবার তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে ইতালি পুলিশ। দুর্নীতির দায়ে ফিফা থেকে অপসারিত কর্তা জেরোমি ভাদ্রের অপসারণের ক্ষেত্রে নিজের সম্পত্তিকেও কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি, দাবি তদন্তকারীদের।

সম্প্রতি নাসেরের মালিকানাধীন সার্দিনিয়ান ভিলাতে তল্লাশি চালায় ইতালি পুলিশ। এই সম্পত্তিকে ভাদ্রের অপসারণ আটকাতে নাসের ব্যবহার করেছিলেন বলে দাবি করছে তারা। সে দেশের পুলিশ সূত্রে খবর, ভিলা বিয়াঙ্কা বলে পরিচিত এই সম্পত্তিটির মোট মূল্য ৭ মিলিয়ন ইউরো, যার মালিকানা রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক রিয়েল এস্টেট এজেন্সির হাতে। সুইজারল্যান্ড সরকারের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতেই এই ভিলাতে তদন্ত চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। যদিও বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন ভাদ্রের আইনজীবী স্টেফান সিসাল্ডি। তিনি জানিয়েছেন, 'আমার মক্কেল আইন অনুযায়ী চুক্তি করে ভিলাটি ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাড়ার টাকাও তিনি দিয়েছেন।' তবে একথা মানতে নারাজ তদন্তকারীরা।

ভাদ্রে ও নাসের, ফিফার প্রাক্তন সভাপতি সেপ ব্লাটারের প্রধান দুই সঙ্গী হিসাবে পরিচিত। ব্লাটার বিরোধীদের অভিযোগ, এই প্রাক্তন ফিফা কর্তার সব দুর্নীতিতেই সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে ভাদ্রে ও নাসেরের। ২০১৮ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত আগামী বিশ্বকাপগুলির মিডিয়া রাইটস বিক্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আপাতত তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছেন সুইস তদন্তকারীরা। এই বিষয়ে আলাদাভাবে তদন্ত করছে ফিফাও। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার এথিক্স কমিশন নিজেদের তদন্ত করার কথা জনসমক্ষে জানিয়েছে। পাশাপাশি নেইমার ও কাইলিয়ান এমবাপ্পের ট্রান্সফার নিয়েও তদন্ত হচ্ছে। এরই মাঝে ইতালিয়ান পুলিশের তদন্ত যে নাসেরকে আরও কামেলায় ফেলবে তা বলাই বাহুল্য।

নেইমারের সঙ্গে পিএসজি'র চেয়ারম্যান নাসের।

ফ্রান্সের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা রাফার

প্যারিস, ১৪ অক্টোবর: প্রাক্তন ফরাসি ক্রীড়ামন্ত্রী রোজেলিন বাচেলটের বিরুদ্ধে এক লক্ষ ইউরোর মানহানির মামলা করলেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা রাফায়েল নাদাল। ২০০৭-২০১০ সময়কালের মধ্যে মন্ত্রী পদে থাকা রোজেলিন গত বছর একটি ফরাসি টিভি শো'এ নাদালের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তোলেন। যার মধ্যে ডোপ করা থেকে শুরু করে মিথ্যা চোট পাওয়ার অভিযন্ত করার মতো গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছিল। রোজেলিনের মতে, ২০১২ সালে চোটের অভিযন্ত করে ডোপ টেস্টের হাত থেকে বেঁচেছিলেন নাদাল। আর এই মন্তব্যের জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন রাফা। এদিন অবশ্য প্যারিসের আদালতে উপস্থিত ছিলেন না তিনি। আপাতত সাংহাইয়ে এটিপি টুর্নামেন্টে খেলছেন তিনি। সেই টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মারিন চিলিজকে ৭-৫, ৭-৬ (৭-৩) সেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছেন তিনি। সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ রজার ফেডেরার।

কিউয়ি সিরিজেও নির্বাচকদের ভরসা জুনিয়র বোলাররাই

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজেও জুনিয়র বোলারদের উপরেই ভরসা রাখছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। দলে ফিরেছেন শার্দুল ঠাকুর ও দীনেশ কার্তিক। বিশ্রামে রাখা হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামি ও উমেশ যাদবকে। পাশাপাশি দল থেকে বাদ পড়েছেন লোকেশ রাহুল।

আগামী ২২ অক্টোবর মুম্বইতে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে কিউয়িরা। তার আগে এদিন ১৫ জনের দল বেছে নিলেন নির্বাচকরা। স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে - **বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক), শিখর ধাওয়ান, অজিঙ্ক রাহানে, মণীশ পাণ্ডে, কেদার যাদব, দীনেশ কার্তিক, মহেন্দ্র সিং ধোনি (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যজুবেন্দ্র চহাল, যশপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার ও শার্দুল ঠাকুর।** এদিন নির্বাচক কমিটির বৈঠক শেষে এমএসকে প্রসাদ জানিয়েছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান পাওয়ার জন্যই কার্তিক ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছে। রাহানেকেও বিশেষ কোনও কারণে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে এটা ঠিক রাহানে রান পাওয়ায় ওপেনিংয়ে আমাদের চিন্তা কমেছে। রাহুল বোর্ড সভাপতি একাদশ বা রঞ্জি ট্রফিতে খেলবে। আসলে ওকে স্কোয়াডে রেখে খেলার সুযোগ না দিতে পারলে কিছু লাভ হবে না। বরং ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে ম্যাচ প্র্যাকটিস পাবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'আমরা চেষ্টা করছি রোটেশনের মাধ্যমে সবাইকে দেখে নেওয়ার। আমরা বিভিন্ন কম্বিনেশন তৈরি করে সকল সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছি। রাহুলের বদলি হিসাবে কার্তিক দলে আসাটাও সেই স্ট্র্যাটেজিরই একটা অংশ।' এমনিতে ঋষভ পন্থকে ধোনির উত্তরসূরি হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু শেষ কয়েকটি সিরিজে দলে জায়গা পাননি দিল্লির এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান। এই প্রসঙ্গে নির্বাচক প্রধান প্রসাদ জানিয়েছেন, 'যখন কেউ দলে আসে তখন এটা প্রত্যাশা করা হয় সে রান পাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। তাই এই ধরনের খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য স্কোয়াডের বাইরে রাখা হয়েছে।'

শেষ কয়েকমাসে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে পন্থের তুলনায় অনেকটাই ভাল ফর্মে রয়েছেন কার্তিক। কিন্তু একদিকে যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর কথা বলা হচ্ছে তখন কার্তিকের মতো পরীক্ষিত খেলোয়াড়ের বদলে কেন তরুণ পন্থকে দলের সঙ্গে রেখে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হবে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একইভাবে বিতর্ক হচ্ছে রাহুলের বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে প্রসাদের বলা 'প্রথম একাদশে সুযোগ' কথাটি নিয়েও। কোনও একটি ম্যাচে ১১ জন খেলোয়াড়ই মাঠে নামার সুযোগ পান। স্কোয়াডে থাকা বাকি সদস্যদের বাইরে বসে কাটাতে হয়। সে ক্ষেত্রে কেন সেই অতিরিক্ত সদস্যদের দলে নেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞরা।

শুয়াই পেংকে ৬-৩, ৬-১ পয়েন্টে হারিয়ে তিয়ানজিন ডাব্লুটিএ ইভেন্টের ফাইনালে মারিয়া শারাপোভা।

দিদা-মনোজের রেকর্ডের দিনে উজ্জ্বল কৌশিক

রায়পুর, ১৪ অক্টোবর: কেরিয়ারের শততম ম্যাচটি খেলতে নেমেছেন বাংলা দলের দুই তারকা মনোজ তিওয়ারি ও অশোক দিন্দা। কিন্তু রায়পুরে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে দুরন্ত শতরান বাংলার ওপেনার কৌশিক ঘোষের। আর একটুর জন্য শতরান হাতছাড়া করেছেন দলের অন্য ওপেনার অভিষেক রমন। অন্যদিকে নিজের অর্ধ শতরান সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ও। রঞ্জিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জোড়া বদল করেছে বাংলা। ইন্ডিয়া এ দলের হয়ে খেলতে যাওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণের বদলে কৌশিক ও পেসার কনিষ্ক শেঠের বদলে একজন অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান হিসাবে শ্রীবৎস গোস্বামী দলে আসেন। এদিন ওপেনিংয়ে দুরন্ত ছিল রমন ও কৌশিকের জুটি। প্রথম উইকেটে ১৫৯ রান যোগ করে আউট হয়ে যান রমন (৯৪)। তিনি শতরান হাতছাড়া করলেও এদিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথমবারের জন্য তিন অঙ্কের স্কোর করে ফেলেন কৌশিক (১১৪)। দ্বিতীয় উইকেটে সুদীপের সঙ্গে ৯৮ রান যোগ করেন তিনি। যদিও দিনের শেষবেলায় কৌশিক রান আউট হওয়ায় কিছুটা স্রথ হয়ে যায় বাংলার রান তোলার গতি। প্রথম দিনে ৮৬ ওভারে ২৮৩/২ রান করেছে বাংলা। সুদীপ (৫৮) এবং মনোজ (১৪) দিনের শেষে অপরাজিত থাকায় দ্বিতীয় দিন বড় রান বোর্ডে তোলার স্বপ্ন দেখছে বাংলা। এদিন ৮ জন বোলারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করলেন ছত্তিশগড়ের অধিনায়ক মহম্মদ কাইফ। কিন্তু শুভম সিং (১/৮২) ছাড়া কেউই বিপক্ষকে বিব্রত করতে পারেননি। এদিন খেলা শুরুর আগে শততম ম্যাচ উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মারক তুলে দেওয়া হয় দিদা-মনোজের হাতে।

লিয়ঁ'র কাছে অবাক হার মোনাকোর

লিয়ঁ, ১৪ অক্টোবর: ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে ম্যাচ হারল গতবারের চ্যাম্পিয়ন এএস মোনাকো। অলিম্পিক লিয়ঁ'র কাছে এই ম্যাচে হেরে লিগ শীর্ষে থাকা প্যারিস সাঁ জাঁ'র থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল তারা।

১১ মিনিটে নেবিল ফেকিরের পাস থেকে গোল করে লিয়ঁকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মারিয়ানো দিয়াজ। কিন্তু ১৭ মিনিটে কেইটা বলের পাস থেকে গোল করে মোনাকোকে সমতায় ফেরান রনি লোপেজ। কিন্তু ৬ মিনিটের মধ্যেই ফারল্যান্ড মেন্ডির পাস থেকে নিজের প্রথম ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করে ফেলেন ফেকির। ৩৪ মিনিটে ফের সমতা ফেরায় মোনাকো। এবার রনির পাস থেকে গোল করেন অ্যাডমা ট্রোরে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার চেষ্টা করেও সফল হননি দু'দলের ফুটবলাররা। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে মোনাকোর রক্ষণ ভেঙে লিয়ঁকে জয় এনে দেন ফেকির।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা* (পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha* (*responsible for selection of news under the PRB Act).